

10508 - যলিহজ্জ মাসরে দনিগুলোতে সাধারণ তাকবীর ও বশিষে তাকবীর প্রদান

প্রশ্ন

প্রশ্ন: ঈদুল আযহার সাধারণ তাকবীর সম্পর্কে জানতে চাই। প্রত্যেকে নামাযের শেষে যে তাকবীর দয়্যো হয় সেটো কি সাধারণ তাকবীরের মধ্যে পড়বে; নাকি নয়? এই তাকবীর দয়্যো কি সুন্নত; নাকি মুস্তাহাব; নাকি বদীত?

প্রিয় উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

ঈদুল আযহার তাকবীর যলিহজ্জ মাসরে শুরু থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত দয়্যো শরয়ি বিধি। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন: “যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থানগুলোতে উপস্থিতি হতে পারে। এবং নরিদষ্টি দনিগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে” [সূরা হজ্জ, আয়াত: ২৮] ‘নরিদষ্টি দনিগুলো’ হচ্ছে- যলিহজ্জের দশদিন। এবং যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন: : “আর নরিদষ্টি কয়েকটি দিনে আল্লাহকে স্মরণ কর...” [সূরা বাকারা, আয়াত: ২০৩] এগুলো হচ্ছে- তাশরকিরে দিন। এবং যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তাশরকিরে দনিগুলো হচ্ছে- পানাহার ও আল্লাহকে স্মরণ করার দিন।” [সহিহ মুসলিম। আর ইমাম বুখারী তাঁর সহিহ গ্রন্থে ইবনে উমর (রাঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে সনদবাহীন (মুয়াল্লাক) আমল উল্লেখ করেছেন যে, “তাঁরা দুইজন যলিহজ্জের দশদিনে বাজারে গিয়ে তাকবীর দতিনে। তাদের তাকবীর ধরে লোকেরাও তাকবীর দতি”। উমর বনি খাত্তাব (রাঃ) ও তাঁর ছলে আব্দুল্লাহ মীনার দনিগুলোতে মসজিদে ও তাবুতে তাকবীর দতিনে। তাঁরা উচ্চস্বরে তাকবীর দতিনে। এতে করে তাকবীরের শব্দে মীনা প্রকম্পিত হয়ে উঠত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও একদল সাহাবীর আমল বর্ণনা আছে যে, তাঁরা আরাফার দিনে ফজরের নামাযের পর থেকে ১৩ ই যলিহজ্জ আসররে নামায পর্যন্ত পাঁচওয়াক্ত নামাযের শেষে তাকবীর দতিনে। এটি হাজ্জিন এমন ব্যক্তদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে, হাজীসাহবে ইহরাম করার পর থেকে ঈদের দিনে জমরাতের আকাবাতের কংকর নিক্ষেপে করা পর্যন্ত তালাবিয়া পড়ায় মশগুল থাকেন। এরপর তাকবীর দয়্যোয় মশগুল হবেন। উল্লেখিত জমরাতের প্রথম কংকরটি নিক্ষেপে করার সময় থেকে তিনি তাকবীর দয়্যো শুরু করবেন। যদি তাকবীর বলার সাথে তালাবিয়াও বলেন তাতে কোন অসুবিধা নাই। যহেতে আনাস (রাঃ) এর উক্তি হচ্ছে: “আরাফার দিনে কটে তালাবিয়া দতি; আর কটে তাকবীর দতি; কাউকে বারণ করা হত না”। [সহিহ বুখারী] তবে, উল্লেখিত দনিগুলোতে মুহরমি ব্যক্তির জন্য তালাবিয়া পড়া উত্তম। আর হালাল ব্যক্তির জন্য তাকবীর বলা উত্তম।

এ আলোচনার ভিত্তিতে জানা যায় যে, আলমেদের বশিদ্ধ মতানুযায়ী সাধারণ তাকবীর ও বশিষে তাকবীর যলিহজ্জের পাঁচদিন

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

একত্রতি হয়ে যায়। এ পাঁচদিন হল: আরাফার দিন, ঈদরে দিন ও তাশরকিরে তিনদিন। আর যলিহজ্জরে ৮ তারিখ থেকে ১ তারিখ পর্যন্ত সময়ে যে তাকবীর দয়োগ হয় সেটাই ইতপূর্বে উল্লেখিত আয়াত ও আছার এর ভিত্তিতে সাধারণ তাকবীর; বিশেষ তাকবীর নয়। মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “আল্লাহর কাছে এ দশদিনের চয়ে অধিক মহান ও আমল করার জন্য অধিক প্রিয় আর কোন দিন নাই। সুতরাং তোমরা এ দিনগুলোতে বেশি বেশি ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও আলহামদুলিল্লাহ পড়” কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যভাবে বলছেন।